আপনার প্রশ্ন: কিভাবে ভূমিকম্প চ্যালেঞ্জ বা আল্লাহর বিধান এবং মানুষের কষ্টের সমসাময়িক বোঝাপড়া নিশ্চিত করে?

আপনার এই প্রশ্নের প্রেক্ষাপট:
প্রেরিত ১৬:২৫-৩২ তখন প্রায় রাত দুপুর। পৌল ও সীল মুনাজাত করছিলেন এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশে প্রশংসা-কাওয়ালী করছিলেন। অন্য কয়েদীরা তা শুনছিল। **এমন সময় হঠাৎ এক ভীষণ ভূমিকমপ হল এবং তাতে জেলখানার ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। তখনই জেলের সমস্ত দরজা ও কয়েদীদের শিকল খুলে গেল।** জেল-রক্ষক জেগে উঠলেন এবং জেলের দরজাগুলো খোলা দেখতে পেয়ে ছোরা বের করে আত্মহত্যা করতে চাইলেন। তিনি মনে করলেন সমস্ত কয়েদীই পালিয়ে গেছে। তখন পৌল চিৎকার করে বললেন, "থামুন, নিজের ক্ষতি করবেন না; আমরা সবাই এখানে আছি।" তখন সেই জেল-রক্ষক একজনকে বাতি আনতে বলে নিজে ছুটে ভিতরে গেলেন এবং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পৌল ও সীলের পায়ে পড়লেন। তার পরে তিনি পৌল ও সীলকে বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন, নাজাত পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?" তাঁরা বললেন, "আপনি ও আপনার পরিবার হযরত ঈসার উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।" পৌল আর সীল তখন জেল-রক্ষক ও তাঁর বাড়ীর সকলের কাছে মাবুদের কালাম বললেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর:
আল্লাহ সারা দুনিয়ার উপর ক্ষমতাশালী, নিশ্চয়ই, আপনি এবং আমি ও সমস্ত মানবজাতি। নিখাদ প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানের শক্তিতে, যিনি সার্বভৌম পাক ইয়াওয়েহ আল্লাহ তিনি তাঁর উদ্দেশ্যগুলো শ্রেষ্ঠতম উপায়ে সম্পন্ন করতে জানেন যার কিছু তিনি ব্যবহার করতে চান।

আল্লাহর সর্বোচ্চ ঐশী উদ্দেশ্য কী?
আল্লাহর সর্বোচ্চ ঐশী উদ্দেশ্য হলো মানুষের প্রতি তাঁর ঐশী প্রেম দেখানোর মাধ্যমে পরহেজগারভাবে নিজেকে গৌরব দেওয়া। মানবজাতি হিসেবে আমাদের আল্লাহর নিজ সুরতে "অনন্ত" প্রতিমূর্তিতে পয়দা করা হয়েছিল এবং দুনিয়ায় আমরা মারা যাওয়ার পর, জান্নাতে, বাইতুল্লায়, তাঁর একেবারে নিজস্ব সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার বোধগম্যতাকে বিশেষধিকার দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের মধ্যে যারা ঈসা মসিহতে ঈমান আনি, নির্ভর করি এবং তরিকা গ্রহণ করি, তারা আল্লাহর আখেরি জীবনের উপহার এবং তাঁর একান্ত সন্তান হওয়ার অধিকার লাভ করি। আল্লাহর সন্তান হিসেবে আমরা চিরকাল নিখুঁত শান্তি ও আনন্দের সাথে থাকব।

অবশেষে আল্লাহ তাঁর ঐশী উদ্দেশ্য কিভাবে সম্পূর্ণ করেছেন? ইবনুল্লাহ ঈসা, একজন নিখুঁত-যোগ্য মানুষ হিসেবে এই জগতে এসেছিলেন আল্লাহর ধার্মিকতা এবং মহত্ব তুলে ধরার জন্য। তিনি নিজ ইচ্ছায় এসেছিলেন, যেখানে মন্দ শাসকেরা তাঁকে গালাগালি, অত্যাচার এবং সলিবে মারার অনুমোদন দেন। ঈসার কোরবানি পাক আল্লাহর বিরুদ্ধে গুনাহের বেতন পরিশোধের জন্য "মৃত্যুমূল্য" যুগিয়েছিলেন।

সত্য: সকল মানুষ প্রাকৃতিকভাবে এবং শারীরিকভাবে জীবিতই পয়দা হোন কিন্তু আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে গুনাহ এবং বিদ্রোহের কারণে মানুষ **"রূহানিভাবে মৃত"**। সকল সৃষ্টির ও মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক ঘটনা হল একজন "রূহানিভাবে মৃত" ব্যক্তির **"অলৌকিক নতুন রূহানি জন্ম"।** যিনি পাক আল্লাহ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য জাহান্নামের পথে আছেন। মসিহের পাকরূহ একজন ব্যক্তির দিল, ইচ্ছা, আবেগ এবং রূহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেগুলিকে ঈসা মসিহের মতো করে তৈরি করেন, যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন একমাত্র নিখুঁত মানুষ হিসেবে। এই অতিপ্রাকৃত পরিবর্তনটি দুনিয়ায় আংশিকভাবে ঘটে এবং স্বর্গে সম্পূর্ণরূপে এবং নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়। আপনার আসল প্রশ্নে ফিরে আসি: কিভাবে ভূমিকম্প চ্যালেঞ্জ বা আল্লাহর বিধান এবং মানুষের কষ্টের সমসাময়িক বোঝাপড়া নিশ্চিত করে?

তাফসির: আল্লাহ প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রকাশ করছেন তাঁর সৃষ্টির উপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং মানুষের বিবেকের মাধ্যমে ঈসা মসিহের উপর "মাগফিরাতের ঈমান" এনে। বিপর্যয়কর ঘটনাবলি [প্রাকৃতিক বা অলৌকিক] ধারাবাহিকভাবে দেখানো হয় যাতে দুর্বল মানুষ স্মরণ করতে পারে। সে সমস্ত পরিস্থিতিতে এবং **সমস্ত মানবীয় দুঃখকষ্টের উপর আল্লাহর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য** এবং তাঁর ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যগুলিকে পূরণ করতে এসেছিলেন।

রোমীয় ৮:২৮ আমরা জানি যারা আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ নিজের উদ্দেশ্যমত যাদের ডেকেছেন **তাদের ভালোর জন্য সব কিছুই একসংগে কাজ করে যাচ্ছে**।

উপরোক্ত সত্যটি আল্লাহর দেওয়া অনেকগুলো নিশ্চয়তার মধ্যে একটি যে ঘটনার গভীরতা, যন্ত্রণা, ভয় বা যন্ত্রণা সত্ত্বেও, আল্লাহর উদ্দেশ্য বা অনুমতির মাধ্যমে প্রথমে উত্তীর্ণ না হয়ে এবং আমাদের চিরন্তন রহমতের জন্য কাজ না করে কিছুই কখনও তাঁর সন্তানদের স্পর্শ করবে না!

প্রেরিত ১৬ অধ্যায়ে উল্লিখিত ঘটনাটি সাধারণভাবে আল্লাহর অন্য একটি উদাহরণ যা নিজেকে তাঁর দুনিয়ার সার্বভৌম নিয়ন্ত্রক হিসাবে দেখান, যার মধ্যে সমস্ত মানুষের বিষয়ে তাঁর আরও বড় ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহর দেখানো শক্তি সর্বদা মানবজাতিকে স্তব্ধ করে দেয় এবং মানবজাতিকে তাদের সৃষ্টিকর্তার এবাদত ও আনুগত্য করার জন্য তাদের গুনাহপূর্ণ উপায়গুলি থেকে ফিরে আসার জন্য **উদ্বুদ্ধ** করার উদ্দেশ্যে করেন।

প্রেরিত ১৬ অধ্যায়ে ভূমিকম্পের ঘটনা আল্লাহর ঐশী ইচ্ছায় ঈসা মসিহ সম্পর্কে ঘোষিত সত্য যা ফিলিপিয় জেল রক্ষকের নিজ হৃদয়ে এবং তার পরিবারের সদস্যদের হৃদয়ে আল্লাহর অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার প্রকাশকে দেখায়।

আমাদের হৃদয় কিতাবে লেখা অন্যান্য অনেক নথিভুক্ত উদাহরণের দিকে গিয়েছিল যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকে এই উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করে যে সমস্ত মানুষ স্বীকার করবে যে **তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার অধীন এবং দায়বদ্ধ।**

একটি সরল বর্ণনায় আমরা হিজরত [অধ্যায় ৭-১১]-এ আল্লাহর শক্তির উপমাগুলোর কথা ভেবেছিলাম। এই অধ্যায়গুলির ঘটনাগুলি আল্লাহর একমাত্র-প্রকাশ্য-সর্বশক্তিমান ক্ষমতা প্রদর্শন করে যা তাঁর মনোনীত লোকেদের, অর্থাৎ ইস্রায়েলীয়দের, মিশর থেকে বের করে এবং ইব্রাহিমের কাছে প্রতিশ্রুত দেশে আনার **তাঁর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি পূরণ হতে পারে।**

হিজরত ৭-১১ এ দশটি প্লেগ: ১। রক্ত ২। ব্যাঙ ৩। উকুন বা ছোকরা ৪। মাছি ৫। পশুসম্পদ ৬। ফোঁড়া ৭। শিলাবৃষ্টি ৮। পঙ্গপাল ৯। অতিপ্রাকৃত অন্ধকার ১০। মিশরীয় প্রথমজাত পুরুষদের মৃত্যু।

কেরামতি ঘটনা হল আল্লাহর সৃষ্ট মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক দৈহিক আইনের বাধা। প্রাকৃতিক নিয়মের এই বিঘ্ন প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও প্রবাহে পরিবর্তন আনে যা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহই **পরিচালনা** এবং **নিয়ন্ত্রণ** করতে পারেন।

কিভাবে এই ঐতিহাসিক নথি এবং প্রাকৃতিক আইনের উপর আল্লাহর একক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এই সময়ের উদাহরণ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করতে পারে?

যেহেতু আমরা শারীরিক এবং রূহানি উভয় অংশ দ্বারা গঠিত, আমরা দুই ধরনের ভূমিকম্প অনুভব করি: ১। দৈহিক = এখানে আমাদের সমস্ত "সম্পদ" অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে এবং আমাদের দৈহিক দুনিয়া হুমকির মুখে পড়েছে এবং আমাদের চারপাশে ভেঙে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। ২। রুহানি = এখানেই একটি অসহায়ত্ব, নিরাশা এবং হতাশার অনুভূতি আমাদের আবেগ এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রাস করে।

আমাদের "ব্যক্তিগত ভূমিকম্পের" সময়ে, আমাদের ঠিকমতো দেখার সুযোগ দেওয়া হয় যে আমরা আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, তাঁর প্রেমের শরিয়ত অমান্য করেছি এবং আমাদের স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক কাজ এবং জগৎদৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের প্রতিবেশীদের ক্ষতি করেছি।

সাধারণ পরীক্ষণ: শারীরিক + রূহানি উভয় ভূমিকম্পই একজনের প্রকৃতভাবে হারানো অবস্থানের স্বীকৃতি এবং **আল্লাহ পাকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়**। সাধারণত, একজন ব্যক্তি তার চিরন্তন পরিবারে আল্লাহ পাকের সাথে পুনর্মিলন এবং একত্রিত হতে চাওয়ার আগে এই ধরনের "কেপে ওঠার অভিজ্ঞতা" প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

দৈহিক জীব হিসাবে আমরা সাধারণত আমাদের শারীরিক কষ্ট, ব্যথা, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন থাকি এবং মৃত্যুর ভয়ও পাই। প্রায়শই আল্লাহ আমাদের

আখেরি রুহানি জগতের মৃত্যুর পর আমাদের সম্ভাব্য ক্ষতি, স্পষ্ট সচেতনতা আনার উপায় হিসেবে আমাদের শারীরিক/বস্তুজগতকে নাড়া বা ধ্বংস করার অনুমতি দেন বা বেছে নেন।

আমাদের প্রেরিত ১৬ অধ্যায়ে আমরা একটি অতিপ্রাকৃত ভূমিকম্প এবং একজন কারা অধিকর্তার কথা পড়েছি যিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য দেওয়া বন্দীরা না থাকা মনে অর্থ তার নিজের মৃত্যু। কারা অধিকর্তার দৈহিক ও রূহানি জগৎ ভেঙ্গে পড়েছিল, যার ফলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়েছিল। একত্রভাবে, আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ, কারা অধিকর্তার আখেরি কল্যাণের জন্য মহব্বতময় উদ্বেগের মধ্যে, **কারা অধিকর্তার রূহানি দৃষ্টিশক্তি খুলতে** প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে পরিবর্তন করেছেন।

ভয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সামনে তার নিজের গুণাহপূর্ণ হারানো অবস্থানের জন্য কারা অধিকর্তার স্বীকৃতি তৈরি করেছিল এবং তাকে চিৎকার করতে বাধ্য করেছিল: "হুজুরেরা, নাজাত পাওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?"

আপনার প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োগিক দিক: এই ব্যাখ্যা থেকে আমরা কী নিতে পারি?

• আল্লাহ তাঁর মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু নিয়ন্ত্রণ করেন।

• আল্লাহ প্রায়ই মানুষের "সুপ্ত রূহানি" জীবন জাগানোর জন্য বিপর্যয়কর দৈহিক পরিস্থিতি ব্যবহার করেন।

• এই ধরনের বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি মরণশীল এবং যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।

• সকল মানুষের শারীরিক মৃত্যুর পর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে অনন্ত জীবন।

আজ আপনার জন্য প্রশ্ন হল: আপনি কি স্পষ্টভাবে দেখেছেন কিভাবে আপনি আপনার দৈহিক মৃত্যু থেকে একটি মাত্র নি:শ্বাস বা একক ধাপ দূরে আছেন?

পাকরূহ কি আপনাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আপনি বর্তমানে আল্লাহ পাক থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বর্তমানে, এই মুহূর্তে, আপনার গুনাহ এবং আল্লাহর মহব্বতের শরিয়তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে **"রূহানি মৃত্যুর হারানো অবস্থায়"** আছেন?

যতক্ষণ না আপনি "ভূমিকম্পের মতো-রূহানিভাবে-কেপে" না ওঠেন, আপনি কখনই আপনার অসহায়, আশাহীন, হারানো অবস্থা দেখতে এবং বুঝতে পারবেন না। এটি একজনের জাগতিক, শারীরিক এবং রূ হানি "কাঁপানো" যা একজন ব্যক্তিকে চিৎকার করার শক্তি দেয়, **"হুজুর, আমাকে বাঁচান!"**

পাকরূহ মানুষের হৃদয়ে যা সম্পন্ন করেন তা হল আমাদের **গুনাহের স্বীকৃতি এবং একজন নাজাতদাতার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয়তা**। আমাদের গুনাহ এবং আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার এই স্বীকৃতিটি পাকরূহের দ্বারা হৃদয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে আনা হয়, যেখানে আমাদের স্বার্থপর হৃদয় একটি "ভাঙা ও অনুতপ্ত হৃদয়" দ্বারা যুক্ত হয়। যার ফলে অনুতাপ এবং মসিহের রূহের উপহার পাওয়ার ইচ্ছার উপহারের জন্য আল্লাহর কাছে কাঁদতে হয়।

আপনি কি এখন আপনার নাজাতদাতা হিসাবে ঈসা ছাড়া আপনার হারানো এবং আশাহীন অবস্থা এবং মৃত্যুর দুঃখজনক শাশ্বত পরিণতি দেখতে পাচ্ছেন?

যখন আখেরি শাস্তির ভয় আপনার হৃদয়কে আঁকড়ে ধরবে, আপনি সম্ভবত পিতরের মতো চিৎকার করবেন, **"হুজুর, আমাকে বাঁচান!"**

- মথি ১৪:২৯-৩১ ঈসা বললেন, "**এস**।" তখন পিতর নৌকা থেকে নেমে পানির উপর দিয়ে হেঁটে ঈসার কাছে চললেন। কিন্তু জোর বাতাস দেখে তিনি ভয় পেয়ে ডুবে যেতে লাগলেন এবং চিৎকার করে বললেন, "**হুজুর, আমাকে বাঁচান**।" ঈসা তখনই হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরলেন এবং বললেন, "অল্প ঈমানদার, কেন সন্দেহ করলে?"

ঈসা কী আপনাকে রক্ষা করবেন? অবশ্যই! ঈসা তাঁর কালামের মাধ্যমে এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন, - ইউহোন্না ৬:৩৭ পিতা আমাকে যাদের দেন তারা সবাই আমার কাছে আসবে। **যে আমার কাছে আসে আমি তাকে কোনমতেই বাইরে ফেলে দেব না,**

মথি ১১:২৮-৩০ "তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়া"ছ, তোমরা সবাই **আমার কাছে এস**; **আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব**। আমার জোয়াল তোমাদের উপর তুলে নাও ও আমার কাছ থেকে শেখো, কারণ আমার স্বভাব নরম ও নম্র। এতে তোমরা দিলে বিশ্রাম পাবে, কারণ আমার জোয়াল বয়ে নেওয়া সহজ ও আমার বোঝা হালকা।"

আল্লাহ হিজরত পুস্তকের আলোকে প্রকৃতির উপর ক্ষমতার তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে কী সাধন করেছেন? আল্লাহ মিশরীয় ফেরাউনকে তাদের বন্দীদশা থেকে ইস্রায়েলীয়দের মুক্তি দিতে বাধ্য করেছিলেন এবং আল্লাহ মিশরীয় জনগণকে স্বেচ্ছায় ইস্রায়েলীয়দের উপর প্রচুর ধন-সম্পদ দিতে দিয়েছিলেন যাতে তাদের বছরের পর বছর ধরে তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত দাস শ্রমের প্রতিদান দেন।

ফিলিপিয়তে একটি ভূমিকম্প আনার জন্য আল্লাহ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে কী অর্জন করেছিলেন যা বন্দীদের ঘরের সমস্ত দরজা খুলেছিল? সেই ঘটনা একজন ব্যক্তিকে, কারা অধিকর্তাকে এবং তার পরিবারকে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে চিনতে ও ভয় করার কারণ করেছিল।

এই ভয়ের কারণে কারা রক্ষক এবং তার পরিবার আল্লাহ পাকের সাথে মিলিত হতে চায় এবং ইবনুল্লাহ, ঈসাতে ঈমান আনার মাধ্যমে নাজাতের বার্তায় বিশ্বাস করে।

সমস্ত মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সত্য এবং শক্তিকে চিনতে বাধ্য হবে আর তা হবে তাঁর সমস্ত কিছুর উপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার মাধ্যমে।

আজ আমাদের উত্তরে আমরা শিখেছি যে মিশরীয় ফেরাউন, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের উপর আল্লাহর **অলৌকিক নিয়ন্ত্রণ দেখার পরেও, তার হৃদয়কে শক্ত করে, পবিত্র আল্লাহকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছিল।**

- ফেরাউন নিজে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর কাছ থেকে তার চিরন্তন বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করেছিল। নিরন্তর বেদনা, দুঃখ ও অনুশোচনায় তিনি এখন চিরকাল জাহান্নামে।

- ফিলিপীয় কারা রক্ষকও সমস্ত প্রাকৃতিক আইনের উপর আল্লাহর অলৌকিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ করেছিল এবং এটি তাকে তার হারানো অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য ঈসাকে ডাকতে বাধ্য করেছিল। কারা রক্ষক এবং তার পরিবার, তাদের শারীরিক মৃত্যুর পর, চিরকাল আল্লাহর সাথে থাকার জন্য সরাসরি তাদের জান্নাতের বাড়িতে চলে যায়।

সুতরাং এটি আপনার সাথে, আমার সাথে এবং সমস্ত লোকের সাথেই হবে। ব্যক্তিগত "ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা" অর্জনের পরে, প্রত্যেক ব্যক্তি বেছে নেবে যে তারা ঈসাতে ঈমান ও অনুসরণ করে বেহেস্তে ফিলিপীয় কারা রক্ষকের সাথে সমস্ত আখেরি জীবন কাটাবে, নাকি তারা ঈসাকে প্রত্যাখ্যান করার পরে সমস্ত অনন্তকাল জাহান্নামে পাঠানোর জন্য বেছে নেবে।

আপনি যদি একইভাবে আপনার জীবনে আল্লাহর অতিপ্রাকৃত কাজ দেখে থাকেন, অনুভব করেন এবং বুঝে থাকেন, তাহলে আপনিও ফিলিপীয় কারা রক্ষকের মতো হয়ে উঠবেন, এই অন্ধকার জগতে একটি আলো এবং হারিয়ে যাওয়া এবং আশাহীনদের বাঁচানোর জন্য আল্লাহর অলৌকিক শক্তির সাক্ষ্য। যদি আপনি এই অতিপ্রাকৃত নতুন-জন্ম পেয়ে থাকেন, তাহলে আমরা শুনে খুশি হব। আমরা এই নোটটি পাঠানোর সাথে সাথে আপনার জন্য মোনাজাত করেছি। আমাদের যদি আপনার জন্য মোনাজাত চালিয়ে যেতে হয় তাহলে, আপনার উত্তরে আমাদের জানান।

আপনাকে এবং আপনার পরিবারের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা,

মসিহতে -

জন + ফিলিস + বন্ধুরা @ WasItForMe.com